০১.১২.২০২৩

আইটেম নম্বর ৬

এন. বি.

কোর্ট নম্বর ৫৫১ **২০১৯ সালের এফএমএটি ৭২১**

সাথে

২০১৯-এর আইএ নং সিএএন ১ (পুরনো নম্বর ২০১৯-এর সিএএন ৬৯৪৫)

+

২০২৩ এর সিএএন ২ (পুরনো নম্বর ২০১৯-এর সিএএন ৬৯৪৮)

+

২০২৩ এর সিএএন ৪

বীরেন দে এবং আরেকজন

বনাম

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া

শ্রী সৌজন্যা বন্দোপাধ্যায়,

...আপিলকারীদের জন্য

শ্রী অবিনাশ কানকানি,

...উত্তরদাতার জন্য

৪ঠা এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে উপ সভাপতি সদস্য (বিচার) কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং রায়ের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আবেদনটি নম্বর ওএ (আইআইইউ)/কোল/২০১৪/০২৬৪ পেশ করা হয়েছে, যা বিজ্ঞ রেলওয়ে ট্রাইব্যুনাল দ্বারা দাবির আবেদন পাস করা হয়েছে।

বর্তমান আপিলকারী দাবিদার হিসেবে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের কাছে ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করেন এই যুক্তিতে যে তাদের ছেলে ট্রেনে ভ্রমণের সময় একটি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় মারা গেছে। বর্তমান আপিলকারী/দাবীদাররা হলেন মৃত ব্যক্তির ভাগ্যবান পিতামাতা। বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল পক্ষের বক্তব্য শোনার পর দাবির আবেদনটি মঞ্জুর করে এবং পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারকে ৮,০০,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেন। এটি করা হয়েছে

দাবি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্দেশিত যে, ৬০ দিনের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে অর্থ প্রদান করতে হবে, যা না করলে, খেলাপির তারিখ থেকে প্রকৃত অর্থ আদায় না হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ৯% সুদ প্রযোজ্য হবে। একই রায়ে আরও নির্দেশিত হয়েছে যে, দাবির ক্ষেত্রে যেকোনো জাতীয়করণকৃত ব্যাংকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা দিতে হবে। ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আরও নির্দেশিত হয়েছে যে, প্রদত্ত অর্থের ৯০% পাঁচ বছরের জন্য জাতীয়করণকৃত ব্যাংকে স্থায়ী আমানত প্রকল্পে রাখা হবে এবং বাকি ১০% ডিক্রিটাল পরিমাণ দাবিদারদের অ্যাকাউন্টে ইসিএসের মাধ্যমে বিতরণ করা হবে।

এই পর্যবেক্ষণে সংক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হয়ে, বর্তমান আপিলটি গ্রহণ করা হল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডিক্রিটাল পরিমাণ পরিশোধ না করা বা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জমা দেওয়ার পরেও তা পরিশোধ না করার কারণটি কার্যকর করার প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে, যা দাবিদাররা বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের সামনে একটি পৃথক কার্যধারায় করতে পারেন। এই আপিলের একমাত্র যুক্তি হল বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের নির্দেশের ক্ষেত্রে - নির্ধারিত অর্থের 90% স্থির আমানত স্কিমে জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে।

ভারত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একজন বিজ্ঞ আইনজীবী এই আদালতে উপস্থিত হয়ে দাখিল করেছেন যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্দেশিত অর্থপ্রদানের পদ্ধতি হল রেল দুর্ঘটনা এবং দুর্ঘটনার দিকে ক্ষতিপূরণ (ক্ষতিপূরণ) বিধি ১৯৯০ এর ৫ নং নিয়মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বিধি ৫

এছাড়াও গীতা দেবী বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া মামলায় গৃহীত দিল্লি হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৯ সালে এস. সি. সি. অনলাইন ডেল ৮৯১৯-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে লার্ড ট্রাইব্যুনালের পর্যবেক্ষণটি নিয়ম এবং মাননীয় হাইকোর্টের নির্দেশের ক্ষেত্রে। সুতরাং, পর্যবেক্ষণটি খুব সঠিক এবং আপিলের ক্ষেত্রে এটি বাতিল করা যায় না।

বিজ্ঞ উকিলের কথা শুনেছি এবং বিধি ৫টি পড়েছি। উক্ত নিয়মটি নিম্নরূপঃ

৫.১. দাবিদারকে প্রদত্ত অর্থের সুরক্ষার জন্য, অশিক্ষার অভাব বা অন্যান্য অক্ষমতার কারণে এই অর্থের সুবিচারপূর্ণ ব্যবহারে বাধা সৃষ্টির বিষয়টি বিবেচনা করে ট্রাইব্যুনাল বার্ষিকী, স্থায়ী আমানত বা ন্যায়বিচার রক্ষার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতিতে পুরস্কার বিতরণের নির্দেশ জারি করতে পারে।

৫.২. যদি কোনও দাবিদার অপ্রাপ্তবয়স্ক বা অযৌক্তিক মনের ব্যক্তি হন, তবে ট্রাইব্যুনাল আমানতের উপর অর্জিত সুদের সূত্রগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবহার করার স্বাধীনতা দিতে পারে যা স্বল্প সময়ের মধ্যে করা হবে।

৫.৩. এই নিয়মের কোনও কিছুই দাবিদারের সুবিধার্থে, বার্ষিকী বা স্থায়ী আমানতের অকাল বন্ধের জন্য তৈরি কোনও কর্পাসকে অবসানের প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে লিখিতভাবে উল্লেখিত কারণের জন্য বিতরণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন করার ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করবে না।

৫.৪. মাননীয় হাইকোর্টের ২১শে এপ্রিল, ২০১৭, ২৪শে মে, ২০১৯ এবং ৬ই নভেম্বর, ২০১৯ তারিখের আদেশগুলি

ক্ষতিপূরণ বিতরণ সম্পর্কিত FAO নং 22/2015-এ দিল্লি এবং গীতা দেবী বনাম ভারত ইউনিয়ন-এ CM আবেদন নং 4501/2015-এ উল্লেখিত বিষয়গুলি এই বিধির অংশ হিসেবে পঠিত হবে।

গীতা দেবীর মামলায় দিল্লি হাইকোর্টের ১৬ নং অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেঃ

"১৬. অনেক দাবিদার গ্রামীণ এলাকা থেকে এসেছেন যেখানে শিক্ষার হার কম এবং রায়ের আওতায় নিশ্চিত অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়ার হারও কম। এই ক্ষেত্রে কর্মরত মধ্যস্বত্বভোগী এবং দালালদের দ্বারা তাদের শোষণের বেশ কিছু উদাহরণ রয়েছে। এই ধরনের শোষণের সুযোগ নিজেই ট্রাইব্যুনালের বিভিন্ন বেঞ্চে একই কারণে জাল দাবি, জাল নথি এবং নকল দাবি তৈরির প্রণোদনার একটি কারণ। একজন অসচেতন দাবিদারের নামে বিপুল পরিমাণ তহবিলের প্রাপ্যতাও শোষণের একটি কারণ। এই ধরনের দাবিদারের প্রাপ্য অর্থের সুরক্ষার জন্য একটি পরিকল্পনা সময়ের প্রয়োজন। এর আগে, এই আদালত দাবি বিতরণের জন্য বার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরির জন্য ২১টি জাতীয়করণকৃত ব্যাংককে সংলাপে জড়িত করেছে। ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুযায়ী, এই ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই তাদের কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মোটর দুর্ঘটনার দাবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই প্রকল্পটি সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ৫ই মার্চ, ২০১৯ তারিখের কৃষ্ণমূর্তি বনাম নিউ ইন্ডিয়া বীমা কোম্পানি, এসএলপি© নং ৩১৫২১-৩১৫২২ ২০১৭ সালে -তে তার আদেশে অনুমোদিত হয়েছে। একটি আইনগত নিয়ম সমর্থন করবে

অতএব, নীচে বর্ণিত পদ্ধতিতে মামলাকারীর স্বার্থে সর্বোত্তমভাবে কাজ করা উচিত।"

গীতা দেবী (উপরে) মামলায় মাননীয় হাইকোর্টের নির্দেশিকা এবং নিয়মের মূল ভিত্তি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, মাননীয় হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, দরিদ্র মামলাকারীদের, যাদের বিপুল অর্থের পরিমাণ এবং পদ্ধতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা নেই, তাদের অর্থ প্রদান নিশ্চিত করার জন্য এবং শোষণ থেকে বাঁচানোর জন্য, এই নিয়মটি তৈরি করা হয়েছিল। এটি একটি উপযুক্ত মামলায় প্রয়োগ করতে হবে। বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল অর্থ প্রদান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তেমন কিছু লক্ষ্য করেনি, বিশেষ করে দাবিদারদের ক্ষেত্রে, এই নিয়মটি বাতিল করে ৯০% স্থায়ী আমানত প্রকল্পে রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের বিতর্কিত রায় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বর্তমান আপিলকারী এবং দাবিদাররা হলেন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং তারা ব্যক্তিগতভাবে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালে হাজির হন। দাবিদারদের বিতাড়িত করা হতে পারে এমন কোনও প্রমাণ নেই। অতএব, এই বিশেষ মামলায় নিয়ম মেনে চলার কোনও যুক্তি আমি খুঁজে পাই না। অতএব, রায়ের অনুচ্ছেদ ৮.১-এ বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের পর্যবেক্ষণ যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না।

বিবাদী/ভারতীয় ইউনিয়নকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, মামলার আদেশে নির্দেশিত 'দাবিদারদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি' দাবির পরিমাণ বিতরণ করতে হবে।

২০২৩ সালের CAN ৪ দায়েরকারী/আপিলকারী এই আবেদনের ভিত্তিতে আবেদন করেছিলেন যে, বিবাদী কর্তৃপক্ষ ৬০ দিনের মধ্যে ডিক্রির পরিমাণ জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ৯% সুদ পরিশোধের নির্দেশ দিতে পারে। এই নির্দেশ প্রদানের সুযোগ এবং উদ্দেশ্য একটি কার্যকরকারী আদালতের আওতায়। এই আপিল আদালতের তাৎক্ষণিক আবেদন গ্রহণের এখতিয়ার নেই। অতএব, কার্যকরকারী আদালতের আওতায় আসা এই আদালতের সামনে করা সমস্ত আবেদন উন্মুক্ত রাখা হয়। দাবিদার বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় কার্যকর করার জন্য যথাযথ কার্যকরী কার্যক্রম পছন্দ করার স্বাধীনতা রাখেন।

তদনুসারে, তাৎক্ষণিক আপিলটি উপরের পর্যবেক্ষণের সাথে নিষ্পত্তি করা হয়।

সংযুক্ত আবেদনগুলি, যদি থাকে, সেগুলিও নিষ্পত্তি করা হয়।

সকল পক্ষ এই আদেশের সার্ভার কপির উপর কাজ করবে - যা এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা হবে।

(বিচারপতি শুভেন্দু সামন্ত)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal